OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 561 - 567
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 561 - 567
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শাঁওলী মিত্রের নাট্যচেতনায় দ্রৌপদীর নবমূল্যায়ণ : প্রসঙ্গ নাথবতী অনাথবৎ

সাবানা মোল্লা
Email ID : mollasabana661@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Shaoli Mitra, Drama, Nathavati Anathavat, Reconstruction, Mahabharata, contemporary times and societv.

Abstract

Shaoli Mitra – A Bold and Unique Thinker, Playwriter, and Actress. Shaoli Mitra's famous play, Nathavati Anathavat (1983), is a poignant depiction of Draupadi's suffering, inspired by the Mahabharata. However, through the exquisite weaving of dramatic elements, the playwright transforms the story into a contemporary narrative of women's struggles. The entire play unfolds as a storyteller narrates the tale to the audience through various expressions and techniques.

Shaoli Mitra draws specifically from Draupadi's story and the social conditions of that time, choosing to focus on the position of women from beginning to end. The primary theme of the play revolves around the social plight and helplessness of women, with Draupadi as the central character. Through Nathavati Anathavat, Shaoli Mitra raises her voice against the injustices endured by Draupadis across ages. Her Draupadi becomes a representative of the politically and socially oppressed women of the present era.

The cruel societal norms devastate Draupadi's life. Despite having husbands, she suffers the pain of abandonment and the betrayal of trust. The playwright vividly portrays this anguish. The play sheds light on the cowardice, greed, lust, and exploitation of men, exemplified by the Pandavas' decision to gamble Draupadi away to protect their empire. Draupadi's desires, agency, and even her womanhood were of little significance to them, except for Bhima, who at least tried to shield her from humiliation and suffering.

When Yudhishthira gambled Draupadi away during the dice game, Bhima was the only one to rise in protest against his brother. Yet, neither Draupadi nor the playwright places faith in the idea that brave husbands will protect oppressed women like her. Consequently, Draupadi calls for war to rid society of the sins and atrocities perpetrated by individuals like Dushasana and Duryodhana. Through the extraordinary vision of a woman from the Mahabharata, Shaoli Mitra seeks to critique contemporary times and society. This article attempts to explore that perspective.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 561 - 567
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যানকে অবলম্বন করে একালের অনেক সাহিত্যিক তাঁদের কালজয়ী সৃষ্টি পাঠককে উপহার দিয়ে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শাঁওলী মিত্র। তিনি ১৯৮৩ সালে 'পঞ্চম বৈদিক' নামে একটি নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন, যে নাট্যদলের পথচলা শুরু তাঁরই লেখা নাটক 'নাথবতী অনাথবৎ' দিয়ে। তিনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মহাভারত থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে পঞ্চপাণ্ডব ও কৌরবদের সংঘাতের প্রেক্ষাপটে দ্রৌপদীকে চিত্রিত করেছেন। বর্তমান সময়ের অত্যাচারিত, নির্যাতিত, পীড়িত নারীদের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরেছেন তাঁকে। মহাভারতের আখ্যানভাগ থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে তিনি কোনও মৌলিক নাটক রচনা করেননি, বরং বলা যায় মহাভারতের পুনর্নির্মাণ করেছেন। কালিদাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ - বহু সাহিত্যিক রামায়ণ মহাভারত থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে নানান সাহিত্য রচনা করলেও তাদের কোনটিকেই মৌলিক রচনা বলা যাবে না। শাঁওলী মিত্রের ক্ষেত্রেও আমরা সেই ধারা লক্ষ করি। নাটকটি লিখিত ও অভিনীত হয়েছে কথকতার ভঙ্গিতে। মুখে মুখে গল্প বলার রীতিকে বলা হয় কথকতা। একটা সময় বাঙালি জীবনে কথকতার প্রচলন ছিল। যার মুখে গল্পটি পরিবেশিত হয় তিনি কথক এবং তার বলা গল্পটি কথকতা। পুরাণের কাহিনি ব্যাখ্যাসহ কথকতার আসরে পরিবেশিত হত। কথকঠাকুর উঁচু বেদীর উপরে বসে গল্প শোনাতেন। শাঁওলী মিত্র সেই রীতিকে ব্যবহার করে এক নতুন নাট্য-আঙ্গিকে রচনা করলেন তাঁর এই নাটক। পুরো নাটকের সূত্রধর হলেন এই কথক ঠাকুরণ। এই নাটকে কথক ঠাকুরণ-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শাঁওলী মিত্র স্বয়ং। কথক ঠাকুরণ শুধু মহাভারতের কাহিনিটুকুই বলে ক্ষান্ত হচ্ছেননা, পাশাপাশি তাঁর ভাবনা, মতামত, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ দিয়ে নিজের উপস্থিতি সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। শাঁওলীর একক অভিনয় দক্ষতা ও সাবলীল বাচনভঙ্গি এ নাটকটিকে নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। এই কাহিনির পুনর্নির্মানে যাঁদের গ্রন্থগুলি লেখিকাকে সাহায্য করেছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস ও শ্রীমদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, কাশীরাম দাস, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও গোরক্ষপুরী প্রকাশনার মহাভারতকার। এই গ্রন্থটির নিবেদন অংশে তিনি জানিয়েছেন যে, দ্রৌপদী চরিত্রটিকে পুনর্নির্মাণ করতে তাঁকে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছেন মহাভারত-বিদুষী ইরাবতী কার্বের *যুগান্ত* গ্রন্থটি। আরো যাঁদের কথা তিনি বলেছেন তাঁরা হলেন কবি বুদ্ধদেব বসু, নাটক ক্ষেত্রের প্রাতঃস্মরণীয় নট ও লেখক মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নাট্যকার ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ। এ নাটকে তিনি সহজেই কাশীরাম দাসকে কাশীদাদা ও ইরাবতী কার্বেকে ইরাবতীদিদি বলে সম্বোধন করেছেন। মানব চরিত্রের বিচিত্র চিত্রশালা মহাভারত। এর স্রষ্টা বেদব্যাস যে চরিত্রগুলির মাধ্যমে পুরো ঘটনা বলেছিলেন বা যে সমাজের কথা তুলে ধরেছিলেন, বর্তমান সময়ে সমাজ, মানুষের মনস্তত্ত্ব কোনভাবেই সে গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেনি। যার ফলে আধুনিক কালের পাঠককেও এই কাহিনিগুলি যথেষ্ট মনোযোগী ও কৌতূহলী করে তোলে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে ঘিরে নানা রকমের ঘটনা ঘটে চলেছে তার অভ্যন্তরীণ চরিত্রদের যদি মহাভারতের দৃশ্যপটে ফেলা যায় তাহলে দেখব, মহাকাব্যের এক একটি চরিত্রে তারা ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। দ্রৌপদীও তেমনি এক চরিত্র। মহাকাব্যের তিনি অগ্নিকন্যা। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর পা পৃথিবীর মাটিতে পড়েছে সেই মুহূর্তে তিনি হয়ে উঠেছেন পৃথিবীর কন্যা। মহাভারতের নায়িকা দ্রৌপদীর জন্ম হয়েছিল বিশেষ এক কারণের পরিপ্রেক্ষিতে, অলৌকিক উপায়ে। পাঞ্চাল রাজ্যের রাজা পৃষতের পুত্র হলেন দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদ। বাল্যকালে ভরদ্বাজ পুত্র দ্রোণের সঙ্গে দ্রুপদের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। সেই সম্পর্কর গভীরতা যখন তুঙ্গে সেই সময় রাজপুত্র দরিদ্র বন্ধুকে কথা দিয়েছিলেন, যদি তিনি কোনোদিন রাজা হন তাহলে রাজ্যের অর্ধাংশ তাঁকে দেবেন। রাজা হওয়ার পর দ্রুপদ বাল্যবন্ধুকে রাজ্যের ভাগ তো দিলেনই না, উপরন্তু তাঁকে চূড়ান্তভাবে অপমান করেলেন। পরবর্তীকালে দ্রোণাচার্য সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে তাঁর শিষ্যদের সাহায্যে দ্রুপদ রাজাকে বন্দী করেন ও অপমান করেন। সেই সময় দ্রুপদ রাজা ছিলেন নিঃসন্তান। লাঞ্ছিত দ্রুপদ পুত্র লাভের জন্য যাজ ও উপযাজ নামক দুইজন সন্ন্যাসীর কাছে পুত্র যজ্ঞের প্রার্থনা করেন। যাজ দ্রুপদ রাজার প্রার্থনা স্বীকার করে পুত্র যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞ থেকে প্রথমে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পরে দ্রৌপদীর তথা কৃষ্ণার আবির্ভাব হয়। মহাভারত অনুবাদক কাশীরাম দাস ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে –

"পুত্র কন্যা দুইজন যজ্ঞেতে জন্মিল।
হেনকালে আকাশে আকাশবানী হৈল।।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 561 - 567
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এ কন্যার জন্ম হৈল ভার নিবারণে।
ইহা হৈতে ক্ষত্র সব হইবে নিধনে||
কুরুবংশ ক্ষয় হবে এই কন্যা হৈতে।
এ পুত্র জন্ম হৈল দ্রোণ বিনাশিতে||"[১]

নারী কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অযোনিসম্ভূতা কৃষ্ণার আবির্ভাবের কারণ হল ক্ষত্রিয় বংশকে ধ্বংস করা। এ বিষয়টি এখানে বলার কারণ এই যে দৈব প্রভাবে আবির্ভূত হলেও শাঁওলী মিত্র তাঁকে উপস্থাপন করেছেন রক্ত মাংসে গড়া নারী হিসেবেই।

নাটকটি দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে দ্রৌপদীর জন্ম বৃত্তান্ত, স্বয়ংবর সভা ও কুরুসভাতে দ্রৌপদীর লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার আখ্যান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে পঞ্চস্বামীর সঙ্গে বনবাস যাপন ও পাঞ্চালীর প্রতি ভীমের অগাধ ভালবাসার কথা। কাহিনির প্রথমে দ্রুপদ রাজা তাঁর কন্যার যোগ্য পাত্র সন্ধানের জন্য স্বয়ংম্বর সভার আয়োজন করেছেন। তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন ইতিপূর্বে বারণাবতের ঘটনার পর পঞ্চপাণ্ডব যদি জীবিত থাকেন তাহলে এই স্বয়ংম্বর সভায় নিশ্চয়ই আসবেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজ রাজারা স্বয়ংম্বর সভায় উপস্থিত হয়েছেন। দ্রৌপদীকে পত্নী হিসেবে পাওয়ার জন্য বাবার সঙ্গে এসেছেন ছেলে, মামার সঙ্গে ভাগ্নে, দাদার সঙ্গে ভাই, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু। দ্রৌপদীকে পাওয়ার জন্য তারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে থাকে, যেকোনো মূল্যে দ্রৌপদীকে পেতেই হবে। তাঁর অসামান্য রূপ দেখে রাজারা সব হুমড়ি খেয়ে পড়ে। রাজাদের সেই কামনা, লালসা ও দ্রৌপদীর কাছে পৌঁছানোর যে চেষ্টা, তা হাসির উদ্রেক করে। কোনও রাজাই লক্ষ্যভেদ করতে পারলেন না। অবশেষে ভিড়ের মধ্যে থেকে এক ব্রাহ্মণ যুবক উঠে দাঁড়ালো। তাঁর রূপ দেখে দ্রৌপদী তো মোহিত হয়ে গেলেন। অর্জুনের রূপ দেখে দ্রৌপদীর যে অবস্থা হয়েছিল তার বর্ণনা নাটককার করেছেন এইভাবে -

> "এতক্ষন বাদে এই কৃষ্ণবর্ণ যুবকটিকে দেখে তার মনে হল - এক সত্যিকারের পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে সভা আলো করে।"[২]

এরপর অর্জুন লক্ষ্যভেদ সম্পূর্ণ করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের কথামতো দ্রৌপদী অর্জুনের গলায় মালা দেন। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করার পর দ্রৌপদীর সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এমন সময় ক্ষত্রিয়রা মানতে চায় না যে সামান্য এক ব্রাহ্মণ দ্রৌপদীর স্বামী হবে। নাট্যকার এইখানে চমৎকার এক উদাহরণ দিয়ে বলেছেন রামায়ণের কাল থেকে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে। এইখানে তিনি সংযোজন করেছেন বর্তমান সময়ে প্রচলিত সাম্প্রদায়িক সংকটের মতো জ্বলন্ত বিষয়টিকে। এখানে মহাকাব্যের সঙ্গে বর্তমান সময়ের চলমানতা এক হয়ে যায়। অর্জুন ও ভীম দুজনে মিলে সে যুদ্ধে সবাইকে পরাজিত করে। সদ্য নির্বাচিত স্বামীকে দেখে দ্রৌপদী মুগ্ধ হয়ে যান। এরপর অর্জুন দ্রৌপদীর হাত ধরে বেরিয়ে যায়। তাঁর স্বামী গরীব জেনেও রাজকন্যা পাঞ্চালীর একটুও গ্লানিবোধ হল না, দুঃখবোধও হল না। অর্জুনকে দেখে সে পরম নিশ্চিন্তে, পরম বিশ্বাসে এক ভালোবাসার ঘোরের মধ্যে বিচরণ করতে থাকে, কোন বিচার বিবেচনা না করে তার হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে। এরপর অর্জুনের সঙ্গে গিয়ে হাজির হয় কুন্তীর কাছে। কুন্তীর বক্তব্য নাট্যকার চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন -

> "জননী-দ্রৌপদী বড় অভাগা বাবু মশাইরা। শ্বশুর বাড়ি আসতেই শাশুড়ি বললেন, সম্পত্তি পাঁচজনকে ভাগ করে নিতে! বললেন 'যা এনেছ, পাঁচজনে মিলে ভোগ কর বাবা!"[৩]

এখানে 'সম্পত্তি' শব্দটি ব্যবহার করে নাট্যকার বোঝাতে চেয়েছেন নারী কোন ভোগ্যবস্তু নয়, পাশাপাশি তিনি এক নতুন দিক উন্মোচন করেছেন। এখানে যে কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল সে বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। কুন্তী জানেন সংসারে প্রধানত দ্বন্দ্বের শুরু হয় সম্পত্তি ও নারীকে কেন্দ্র করে। সুতরাং তিনি যদি জানতেন দ্রৌপদীকে তাঁর কোনো এক ছেলে বিবাহ করেছেন তাহলে ভাইয়ে-ভাইয়ে মিল থাকবে না। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে দ্রৌপদী অসামান্য সুন্দরী। জ্যোৎস্নার মত তাঁর রূপ, সূর্যের আলোর মতো তাঁর মুখের আভা। সূর্যের আলো পড়লে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 561 - 567
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পদ্মের পাপড়িগুলো যেমন একটু একটু করে মেলে ধরে তেমনি দ্রৌপদীর যৌবন নারীত্বের অপূর্ব সম্ভার মেলে ধরেছে। কুন্তী নারীমন দিয়ে বুঝতে পারলেন যে সে পুরুষের কামনার ধন। তাঁকে দেখে নারীরাও তীব্র জ্বালায় জ্বলে। তাঁর রূপের আগুনে মুনী ঋষিরাও ছাই হয়ে যাবে। কুন্তী সম্পর্কে ইরাবতী কার্বে তাঁর 'যুগান্ত' গ্রন্থে বলেছেন -

> "Finally through her (kunti) wisdom and stratagem of Vyasa the dilemma was resolved so that Draupadi became the wife of all five, and her marriage to all five thus destroyed any possible seed of dissension."[৪]

কুন্তীর এই নির্দেশের মধ্যে ছিল জটিল রহস্য। তাঁর এই সিদ্ধান্তে রাজনীতির ছায়া লক্ষ করা যায়। প্রজ্ঞাবতী কুন্তী তাঁর পুত্রদের রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার বাসনা পূর্ণ করার জন্য 'টার্গেট' করলেন দ্রৌপদীকে। পাঁচজন স্বামীর সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চাপে দ্রৌপদীকে সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থে দ্রৌপদীকে বিনা বাক্যে মেনে নিতে হয় সবকিছু।

শাঁওলী মিত্র চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন, কীভাবে দ্রৌপদীর বিবাহের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের দ্বারা কুরু ও কৌরব বংশের ধ্বংসের বীজ লুকিয়ে ছিল। নাট্যকার দ্যূতক্রীড়ার মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা জুয়াড়ী মনকে আবিষ্কার করেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের পাশাখেলার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে হস্তিনাপুর এলেন। এখানে কথক ঠাকুরণ বলেছেন ঋকবেদেও বলা হয়েছে 'দ্যূতক্রীড়া অপেক্ষা কৃষি কার্য করা অনেক ভালো'। তবুও তো সেই সভায় দ্যূতক্রীড়ারই আয়োজন করা হয়েছিল। আসলে নীতিকথা, আদর্শ এসব মানুষ কখনো শোনেনা, প্রাচীনকালেও শোনেনি আজও শোনে না। না হলে এরকম জুয়া খেলার আসর পৃথিবী জুড়ে বসতো কি? কিন্তু আমাদের দুঃখের জায়গা হল যুধিষ্ঠির। ধর্মের পুত্র বলে যিনি পরিচিত তাঁর কেন মতিভ্রম হল! তিনি একের পর এক দানে পরাজিত হতে থাকলেন। সমস্ত ধন-সম্পত্তি হারানোর পর, তিনি ক্রমে ক্রমে নকুল, সহদেব, অর্জুন, ভীম সবাইকে বাজি রাখলেন এবং পরাজিত হলেন। তাঁর ভাইয়েরা কেউ কোনো প্রতিবাদ পর্যন্ত করল না। সবকিছু হারানোর পর যুধিষ্ঠির পণ রাখলেন দ্রৌপদীকে। এই দানেও তিনি পরাস্ত হলেন। এরপর কুরুসভায় শুরু হয় তীব্র উল্লাস। প্রতিকামীকে পাঠানো হয় দ্রৌপদীকে ডাকার জন্য। দ্রৌপদী জ্বলে ওঠেন ক্ষোভে এবং জিজ্ঞাসা করেন কোন সাহসে এক পুরুষ তাঁর কক্ষে হাজির হয়েছেন, বিনা অনুমতিতে। প্রতিকামী বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী, রাজার আদেশে এসেছি আপনাকে সভাস্থলে নিয়ে যেতে। যুধিষ্ঠির আপনাকে বাজি রেখে পরাজিত হয়েছেন পাশা খেলায়। দ্রৌপদী হতবাক হয়ে প্রশ্ন করেন আমাকে হারানোর আগে তিনি কি নিজেকে হারিয়েছিলেন? প্রতিকামী উত্তর দেন, হ্যাঁ। দ্রৌপদী বলেন তিনি প্রথমে নিজেকে হেরেছেন, সুতরাং তিনি আমার স্বামী নন। ফলে আমাকে পণ রাখার কোনো অধিকার তাঁর নেই।

> "প্রতিকামী, তুমি সভায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এস, ধর্মরাজ কি নিজেকে পণ রাখার পূর্বে আমাকে পণ রেখেছিলেন? না পরে? যদি পরে হয় তার আগেই তিনি আমার ওপর অধিকার হারিয়েছেন। সেই অনুসারে আমি সভায় যেতে বাধ্য নই।"[৫]

এই প্রতিবাদী উক্তি দ্রৌপদীর প্রখর বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ দেয়। জ্ঞান না থাকলে ঐ পরিস্থিতিতে ওরকম প্রশ্ন উত্থাপন তিনি করতে পারতেন না। বিবাহিত স্ত্রী তাঁর কাছে পরিণত হয়েছে অস্থাবর ভৌম সম্পত্তিতে - যাঁর সম্মতি ব্যতিরেকেই পাশা খেলায় পণ রাখা যেতে পারে। দ্রৌপদীর অনুরোধ, অনুনয় সত্ত্বেও দুঃশাসন তাঁর কথা শোনেনি। দুঃশাসন তাঁর কেশাকর্ষণে টেনে নিয়ে চলেছে সভার মাঝখানে। দ্রৌপদী তাঁর পাঁচ স্বামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কোথায় তাঁরা? সভার একপাশে আনত দৃষ্টিতে বসে আছেন যে পাঁচজন তাদের দেখে মনে হচ্ছে না তাঁরা পুরুষ! এরপর শুরু হয় সেই নারকীয় কাণ্ড। দুঃশাসন দ্রৌপদীর আঁচল ধরে টানতে শুরু করলো আর দুর্যোধন তার উরু উন্মুক্ত করে অপেক্ষা করতে লাগলো বিবস্ত্র দ্রৌপদীকে কোলে টানার! কুরু রাজসভা যেন গণিকালয় হয়ে উঠল। এই অপমান, অসম্মান দ্রৌপদীর নারী-সত্তাকে নিমিষে শেষ করে দেয়। এরপর শুরু হয় সেই জঘন্যতম বস্ত্রহরণ পর্ব। সর্বসমক্ষে তাঁর সম্ভ্রম বিনাশের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল দুঃসাসনের লোলুপ হাত। তাঁকে উৎসাহিত করতে লাগলো দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় তাঁর দ্বারা অপমানিত কর্ণের প্রবল উৎসাহ ও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 561 - 567
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কৌরবদের সম্মতি। দ্রৌপদী কাঁদতে কাঁদতে সভায় উপস্থিত গুরুজনদের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন আপনাদের কি বিবেক বলে কিছু নেই, আমি কুরুকুলের বধু, আমাকে এইভাবে সভার মধ্যে অপমানিত হতে হচ্ছে তা দেখেও কেউ দেখছে না, কেউ প্রতিবাদ করছে না, কোনো নিন্দে করছে না! একমাত্র ভীম এ সময় ক্রোধে উন্মাদ হয়ে ওঠেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলেন আপনি আমাদের চার ভাইকে পণ রেখেছেন এবং হেরেছেন তাতে আমরা কোনও কথা বলিনি, কারণ আপনি আমাদের প্রভু। কিন্তু পাঞ্চালী কেন এই অপমানে অপমানিত হবে। এই অপমানের যোগ্য সে নয়। আমি আপনার হাত দগ্ধ করব। অর্জুনের মধ্যস্থতায় ভীম শান্ত হন। ভীম ছাড়া আরো দু'জন মানুষ এই জঘন্য অপরাধের প্রতিবাদ করেছিলেন তার একজন হলেন বিদুর। যিনি ক্ষত্রিয় পুত্র নন, দাসীপুত্র বলে কোনোদিন রাজা হওয়ার যোগ্য হননি, সেই বিদুর সবার সামনে প্রতিবাদ করে উঠলেন। আরেকজন হলেন দুর্যোধনের এক ভাই বিকর্ণ। ওই বালক বিকর্ণ বলেন দ্যূতক্রীড়া তো রাজাদের খেলা, সে খেলা কী করে এইরকম ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে! এই যে দ্রৌপদী, তাঁকে পণ রাখা হয়েছে, তিনি তো কেবল যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী নন, আরো চারজন ভাইয়ের স্ত্রী, কই তাঁদের অনুমতিক্রমে তো তাঁকে পণ রাখা হয়নি? দ্রৌপদী কোনো ভাবেই বিজিত হতে পারেন না। মহাভারতের এই জঘন্যতম দৃশ্য নিশ্চিত রূপে সেই সভাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। আর সেই অভাগিনী দ্রৌপদী এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে সবার কাছে কাকুতি, মিনতি করেছিলেন। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। কেউ তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেনি। কেবলই তাঁর ক্রন্দনে শুষ্ক মৃত্তিকা সিক্ত হয়েছিল। নাট্যকার সেকালের নারীর উপরে অত্যাচারের ঘটনার সঙ্গে বর্তমান সময়ের নারীর লাঞ্ছনাকে একসূত্রে বাঁধেন। নাট্যকার তাই বলেন - যে, পৃথিবীতে এরকম এক একটা কাল আসে যখন গুণীজনেরা সব চুপ করে থাকে আর যে অত্যাচারিত হয় সে অত্যাচারিত হয়েই যায়। সভায় উপস্থিত গুণীজনেরা বাক্যহারা হয়ে যান। তাঁরা কেউ কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে বিজিত পঞ্চপাণ্ডব, তাঁরাও চুপ করে বসে থাকেন। এ প্রসঙ্গে মারাঠি কবি ইরাবতী কার্বে বলেছেন পঞ্চস্বামী থাকা সত্ত্বেও দ্রৌপদী অনাথ।

> "Two words keep recurring in reference to Draupadi – Nathhavati Anathavat, (having husbands, but like a widow). She was the wife of five but bereft the daughter of a rich house but like an orphan, she had brave allies but she was alone. This was the pity of her situation. Every time she was dishonored, her husband and father-in-laws stood watching in silence."[৭]

মহাভারতে আছে, অন্তর্যামী কৃষ্ণ অলৌকিক উপায়ে অনন্ত বস্ত্র যুগিয়ে রক্ষা করেছিলেন দ্রৌপদীকে। কিন্তু নাট্যকার শাঁওলী মিত্র নাটকে অন্য এক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। দুর্যোধন, দুঃশাসন, কৌরবদের এই অত্যাচারে মনে হয় ন্যায়নীতির ভীত নড়ে উঠেছিল। হস্তিনাপুরের রাজসভায় এক অদ্ভুত অন্ধকার নেমে আসে ক্ষুধার্ত শকুনের কালো ডানার মতো। সভার চারিদিক থেকে কী সব ডাক ভেসে আসতে থাকে, শিয়াল কুকুরের ডাক অমঙ্গলের ডাক। এসব অমঙ্গলের ছায়া দেখে ধৃতরাষ্ট্র ভয় পান এবং এর পাশাপাশি নাট্যকার এখানে আরো একটি বিষয় যোগ করেছেন, প্রজা বিদ্রোহ। ধৃতরাষ্ট্র নানারকম রাজনৈতিক লাভ ক্ষতির হিসাব-নিকাশের পর সিংহাসন থেকে উঠে এসে দ্রৌপদীকে বর দিয়ে একে একে সব কিছু ফিরিয়ে দিলেন। সর্বস্ব ফিরে পেলেও তিনি কি ভুলতে পেরেছিলেন তাঁর অপমানের কথা? অবশেষে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী সর্বহারা হয়ে তেরো বছরের জন্য বনবাসে চলে যান।

এরপর নাটকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু হয়। দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে আমরা দেখি জুড়ির দল ও সমবেত মেয়েরা গান গাইছে, সেই গানের মূল বিষয় হল দ্রৌপদীর একাকিত্ব, দারিদ্র্য, এবং সুখ-স্বস্তি-শান্তিহীন নিস্তরঙ্গ জীবন। দ্রৌপদী চেয়েছিলেন একবার অন্তত ধর্মযুদ্ধ হোক। কে পাপী, আর কে পাপী নয়, তা প্রমাণ হয়ে যাক। অন্তত একবার পাপের পরাজয় হোক। কিন্তু দ্রৌপদীর মনের মতো করে সবকিছু হল না। তিনি দেখলেন সবাই চাইছে সন্ধি করতে। যুধিষ্ঠিরও মাত্র পাঁচটি গ্রাম দাবি করেছেন। সবাই দ্রৌপদীর অপমানের কথা ভুলে গেছে। কিন্তু দ্রৌপদী ব্যথিত হন যখন তিনি দেখেন তাঁর সখা কৃষ্ণও সন্ধির পক্ষে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনেরা মাত্র পাঁচটি গ্রাম দিতেও রাজি হলেন না। ফলে পাণ্ডবদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য অবশেষে যুদ্ধ ঘোষণা হল। দ্রৌপদী ভেবেছিলেন এবার হয়তো তাঁর প্রতি হওয়া অন্যায়ের বিচার হবে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে পাঞ্চালীর মনে যে প্রশ্ন জেগেছে, তা কথক ব্যক্ত করেছেন এইভাবে -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 561 - 567
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ধর্মযুদ্ধ তো হল না! এরা তো সব অন্যায় যুদ্ধ করলে! – দু'পক্ষেই! কৌরবরা না হয় করবেই। কিন্তু পাণ্ডবরা? পাণ্ডবরা অন্যায় যুদ্ধ করলে! আর তা আবার কৃষ্ণের পরামর্শে! যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যে বলতে হল! ভীম, অর্জুন ওরা সব অন্যায় যুদ্ধ করলে। কই, ধর্মযুদ্ধ তো হল না।"

নাটকের এই পর্যায়ে দ্রৌপদীর এই বক্তব্যের মাধ্যমে পাঠক-দর্শক হতবাক হয়ে যায়। তাঁর মহত্ত্ব, চিন্তাভাবনা, সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রশ্ন কোথাও যেন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও পরাজিত করে। মহাভারতের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকে কেন্দ্র করেও নানা প্রশ্ন থেকে যায়! এই পাপ কেবলমাত্র নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন করে না, পাশাপাশি নীতিবোধের সীমা নিয়েও আমাদের ভাবতে বাধ্য করে। ধর্ম কি? ধর্ম বলে কি কিছু আছে? এ প্রশ্ন মহাভারতের সমস্ত জ্ঞানী গুণী মানুষের কাছে রাখতে ইচ্ছে করে। কৌরব সভায় তাঁর বস্ত্রহরণের চেষ্টা, তাকে কেন্দ্র করে অন্যদের মধ্যে যে লালসা, সেই বিষয়টি এমন এক পাপের আখ্যান তৈরি করেছে যাতে সেই সভাতে উপস্থিত সমস্ত পুরুষের বিরুদ্ধে আঙ্গুল ওঠে।

বনবাসে যাওয়ার সময় পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গী হলেন একমাত্র দ্রৌপদী। তাঁদের অন্যান্য স্ত্রী যেমন সুভদ্রা, দেবিকা, বিজয়া কাউকেই বনবাসে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গী হতে হয় নি। নাট্যকার মনে করেন অর্জুনের কাছে দ্রৌপদী 'তুরুপের তাস'। তাঁর প্রতি অর্জুনের কোনো ভালবাসা, আবেগ কিছুই ছিল না, বরং সুভদ্রার প্রতি অর্জুনের বেশি ভালবাসা ছিল। নাট্যকার শাঁওলী মিত্র এই নাটকে ভীম চরিত্রটিকে নতুন মাত্রায় সংযোজন করেছেন। পাঞ্চালীর প্রতি ভীমের ভালোবাসার এক অমূল্য চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। একমাত্র ভীম যুধিষ্ঠিরের নীতি, জ্ঞানহীন অধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের হাত পুড়িয়ে দিতেও উদ্যত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন দুঃশাসন ও দুর্যোধনকে শেষ করে দিতে। পরে সেই ভীমই দুঃশাসনের ঊরু ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আর যে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে নগ্ন করার চেষ্টা করেছিল ভীম সে দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত পান করেছিলেন। ভীমই ঝুঁকি নিয়ে স্বর্ণপদ্ম তুলে এনে দিয়েছিলেন দ্রৌপদীকে। জটাসুর, জয়দ্রথ, কীচক - সবাইকে শাস্তি দিয়েছিলেন তিনি। অথচ দ্রৌপদী কোনোদিন ভীমের প্রতি তাঁর ভালবাসা অনুভব করেননি। তিনি ভালোবেসেছিলেন অর্জুনকে, তাই তিনি তাঁর মনের মণিকোঠায় বসাতে পারেননি ভীমকে। দ্রৌপদীর সমস্ত যন্ত্রণা ও বেদনা অনুভব করেছেন একমাত্র ভীম। তাঁর প্রত্যেকটি অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছেন ভীম। মহাপ্রস্থানের পথে বন্য হিংস্র প্রাণী ও জন্তুর ভয়ে দ্রৌপদী যখন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, যখন নরকের কালো ছায়া গ্রাস করেছে, তখন দ্রৌপদীর কাছে এসে তাঁকে আশা, ভরসা ও সাহস যুগিয়েছেন একমাত্র ভীম। বারবার অসহায় দ্রৌপদীকে ভরসা যুগিয়েছেন তিনি। জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন পর্যায়ে দ্রৌপদী কেবলমাত্র ভীমকে তাঁর পাশে পেয়েছেন। জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে অনাথ দ্রৌপদীর নাথ হয়ে উঠেছে ভীম।

পঞ্চস্বামী থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকটা মুহূর্ত দ্রৌপদীকে অপমানিত হতে হয়েছে। মহাভারতের দ্রৌপদীর এই জীবন যন্ত্রণার দলিল হয়ে উঠেছে যেন এই নাটক। তাঁর জীবন যন্ত্রণার কথা বলতে বলতে বর্তমান সময়ের নারীদের যন্ত্রণার কথাও পরতে পরতে বুনে দেন নাট্যকার। পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন নারীদের সংকট। দ্রৌপদীর মতো অত্যাচারিত বধূদের যুগে যুগে রক্ষা করবেন তাদের বীর স্বামীরা – এই আস্থা ও ভরসা শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদী বা নাট্যকার কেউই রাখতে পারেননি। সেদিনের দ্রৌপদী দুঃশাসন - দুর্যোধনদের সমস্ত পাপ ও অন্যায় থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য ধর্মযুদ্ধ চেয়েছিলেন, তার ফল হল কুরুক্ষেত্র। আর আজকের দ্রৌপদীদের হয়ে লড়বার মতো মানুষের বড়ো অভাব। আজ আর কোনো কৃষ্ণ এগিয়ে আসেন না তাঁর কৃষ্ণার পাশে। মহাভারতের অলোকসামান্যা এক নারীর চোখ দিয়ে বর্তমান সময় ও সমাজকে এ নাটকে দেখতে চেয়েছেন শাঁওলী মিত্র। দ্রৌপদী শেষপর্যন্ত তাঁর সখা কৃষ্ণের কাছে তাঁর স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। দ্রৌপদী বুঝেছিলেন তাঁর জীবনের এই অসহায় পরিস্থিতির জন্য দায়ী তাঁর স্বামীরা। ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গিয়ে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং অপমান নিশ্চিত জেনেও তাঁকে কৌরবদের হাতে তুলে দিয়েছেন। স্বামী হয়েও তিনি তাঁর স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারেনি। দুঃশাসনের বস্ত্রহরণ দ্রৌপদীকে একজন অ-নাথ নারীতে পরিণত করেছে। বিশ পেরিয়ে একুশ শতকে এসেও নারীরা আজও প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত হয়ে চলেছে তাদের স্বামী ও সাংসারিক পরিমণ্ডলে। তারই এক অমোঘ চিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকার এই নাটকে পৌরাণিক-গুণ্ঠনের আড়ালে। বর্তমান সময়েও আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 561 - 567
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জন্য দ্রৌপদীর মতো অসংখ্য নারীকে প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত, শোষিত হতে হচ্ছে। আমরা আজও সেই অবস্থান থেকে বেরোতে পারছি না। পুরনোর মোড়কে সমকালকে হাজির করে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, সুকৌশলে তাকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার এ নাটকে; আর এখানেই আজও এ নাটকের প্রাসঙ্গিকতা।

Reference:

১. শীল, বেণীমাধব, (সম্পাদিত), *কাশীদাসী মহাভারত*, কলকাতা, অক্ষয় লাইব্রেরী, পৃ. ১৬৩
২. মিত্র, শাঁওলী, *নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃতসমান*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ভাদ্র ১৪২৯, পৃ. ৩১
৩. ঐ, পৃ. ৩৫
৪. Irawati Karb, *Yuganta*, Orient Black Swan Pvt.Ltd; 2nd edition (19 july 2006), P. 85
৫. মিত্র, শাঁওলী, *নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃতসমান*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ভাদ্র ১৪২৯, পৃ. ৪৩
৬. Irawati Karbe, *Yuganta*, Orient Black Swan Pvt. Ltd; 2nd edition (19 july 2006), p. 91
৭. মিত্র, শাঁওলী, *নাথবতী অনাথবৎ ও কথা অমৃতসমান*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ভাদ্র ১৪২৯, পৃ. ৬৩